বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির
পঞ্চদশ দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের (২০০৪) উদ্বোধনী অধিবেশনে

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

আবুল বারকাত
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ-এর মিলনায়তন
ঢাকা, বাংলাদেশ
২৪ অগ্রহায়ণ ১৪১১/ ০৮ ডিসেম্বর ২০০৪

সম্মানিত সভাপতি, ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি,
সম্মেলন উদ্বোধক, পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মুশাররফ হোসেন,
সম্মেলন অভিভাষক, আমাদের সকলের শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক অধ্যাপক রেহমান সোবহান,
সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সম্মানিত আহবায়ক, এমএ সাত্তার মন্ডল,

সুপ্রিয় ছাত্র/ছাত্রী এবং
উপস্থিত সম্মানিত সুধীজন,

০১। স্বাধীনতা-বিজয়-এর মাস ডিসেম্বরের এই সুন্দর সকালে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির পঞ্চদশ দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে মূল্যবান সময় দিয়ে উপস্থিত থাকার জন্য আপনাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। এবারের সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য "একবিংশ শতকে বাংলাদেশ: রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত" বিষয়ে সম্মানিত সম্মেলন উদ্বোধক ও অভিভাষকদ্বয়ের জ্ঞানসমৃদ্ধ ও অপ্রথাসিদ্ধ দার্শনিক বক্তব্যসমূহ গভীর মনোযোগের সাথে শোনার জন্য আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ।

০২। এদেশে অর্থনীতিবিদদের সাফল্য-ব্যর্থতা ও পেশাগত-সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কিত এক গভীর মর্মবস্তুসম্পন্ন অসাধারণ ***উদ্বোধনী অভিভাষণ*** প্রদান করে– সম্মানিত সম্মেলন উদ্বোধক–

---

* অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি।

Paper prepared for presentation at the *XV Biennial Conference* ***"Bangladesh in the 21st Century: The Political Economy Perspectives"*** of the Bangladesh Economic Association held on 8-10 December, 2004 Institution of Engineers, Bangladesh, Dhaka.

আমাদের সকলেরই পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু, ***অধ্যাপক মুশাররফ হোসেন*** শুধু অর্থনীতিবিদদের নয়, সমগ্র জাতিকে তার কাছে চিরকৃতজ্ঞ করলেন।

সম্মেলন উদ্বোধক, আমাদের পিতৃতুল্য অধ্যাপক মুশাররফ হোসেন স্যার এদেশের উন্নয়ন ও অর্থনীতিবিদদের চিন্তা-ভাবনার বিকাশ, ব্যর্থতা ও ভবিষ্যত করণীয় সম্পর্কে গত অর্ধশতকের ইতিহাস-চিত্র উপস্থাপন করেছেন।

অধ্যাপক মুশাররফ হোসেন আজকের উদ্বোধনী অভিভাষণে বলেছেন ৬০-এর দশকে দুই-অর্থনীতির তত্ত্ব বিনির্মাণে এদেশের অর্থনীতিবিদদের সৎ-সাহসী-জ্ঞানসমৃদ্ধ ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠের (common voice of the economists) কথা, স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন "আমাদের সম্পদের উপর আমাদেরই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার" অর্থনৈতিক যুক্তির কথা, অর্থনীতিবিদদের যে যুক্তি এদেশের মানুষকে স্বাধীনতা-মুক্তির চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলো। পাশাপাশি অর্থনীতিবিদদের ব্যর্থতার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে ৬০-এর দশকেই যখন আমরা খাদ্য উদ্বৃত্ত থেকে খাদ্য ঘাটতিতে রূপান্তরিত হলাম, রপ্তানী উদ্বৃত্ত থেকে যখন আমদানী উদ্বৃত্তে রূপান্তরিত হলাম সাথে সাথে সমগ্র অর্থনীতির ভঙ্গুরতা ও বিপন্নতা (vulnerability) বৃদ্ধি পেলো– এসব নির্মোহ বিশ্লেষণ আমরা জনসমক্ষে তুলে ধরতে পারিনি। আপনি বলেছেন এসবই আমাদের উত্তরোত্তর পরমুখাপেক্ষি করেছে– বাড়িয়েছে কঠিন শর্তাধীন বৈদেশিক সাহায্য (ঋণ-অনুদান) নির্ভরতা। আপনি এও বলেছেন যে "বৈদেশিক ঋণ-অনুদানের স্বর্ণযুগে" উন্নয়ন কম হয়েছে, প্রবৃদ্ধিও কমেছে, বৈষম্য বেড়েছে, সামাজিক মেরুকরণ বেড়েছে, দারিদ্র দূর হয়নি– অর্থাৎ বুঝিয়েছেন যে "নিজের উন্নয়ন নিজেই করতে হবে"। আপনি এও বলেছেন যে– ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক-সামাজিক বিপন্নতা ও ভঙ্গুরতা বৃদ্ধির ফলে যখন থেকে কঠিন শর্তের বৈদেশিক ঋণ-অনুদান নির্ভরতা বৃদ্ধি পেলো ঠিক তখনই শুরু হয়েছে উন্নয়ন নীতি-কৌশল নিয়ে অর্থনীতিবিদদের অনৈক্য, চিন্তার ক্ষেত্রে অস্বচ্ছতা। অর্থাৎ ৬০-এর দশকের অর্থনীতিবিদদের ঐক্য-কর্ম ও ঐক্য-চিন্তায় অনৈক্য দেখা দিল। আপনার মতে অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান এ বিপন্নতাই দেশে আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতিসহ মনুষ্য সৃষ্ট সামাজিক-রাজনৈতিক সকল দুর্গতির প্রধান কারণ। আপনি বলেছেন ক্রমবর্ধমান ভঙ্গুরতা ও বিপন্নতার মধ্যে "ফুট লুজ শিল্প আর প্রবাসীদের প্রেরিত কষ্টার্জিত অর্থ"– দিয়েই দেশ চলছে, এটা দেশ চলার কার্যকরী টেকসই পথ নয়। সঠিক পথ একটাই, তা হলো আপনার ভাষায় ***"উৎপাদনশীল সেক্টরের দ্রুত সম্প্রসারণ ছাড়া আমাদের দেশে বিপন্নতা-ভঙ্গুরতা দূর করার দ্বিতীয় বিকল্প নেই"***। আর সবশেষে আপনি আমাদের জন্য পথনির্দেশনা দিতে গিয়ে বলেছেন যে এসব বিষয় ***প্রথমে আমাদেরই বুঝতে হবে; একমত হতে হবে; এ বিষয়ে অর্থনীতিবিদদের "ঐক-কণ্ঠ" থাকতে হবে যা ৬০-এর দশকে ছিল– আর তাহলেই অর্থনীতিবিদরা তাদের পেশাগত দায়-দায়িত্বের সাথে সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করতে সক্ষম হবে– অন্যথায় নয়।*** এ এক চ্যালেঞ্জ, ঐতিহাসিক দায়িত্ব– যা অবশ্যই আমাদের পালন করতে হবে।

এ দেশের সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্রনীতি নিয়ে আপনি আপনার মানব প্রেম, গভীর শাস্ত্রীয় জ্ঞান, সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও সুক্ষ্ম পর্যবেক্ষণভিত্তিক যা কিছু বললেন তা একদিকে যেমন এদেশের অনুন্নয়নের কারণ উদঘাটনে নূতন-ভাবনা উদ্ভবে সহায়ক তেমনি অন্যদিকে শুধু অর্থনীতি শাস্ত্রের ছাত্র হিসেবেই নয় এ দেশের একজন নাগরিক হিসেবেও দেশের প্রতি আমাদের

দায়বদ্ধতা বাড়িয়ে দিলেন। দায়িত্ব পালনে আমরা চেষ্টার ক্রটি করবো না। তবে স্যার, আমরাও আপনাকে একটা দায়িত্ব দিতে চাই– তা হলো যা বললেন তা লিখিত আকারে আমাদের দিন। আমরা সংশ্লিষ্ট সবার কাছে আপনার এই ঐতিহাসিক দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্যটি পৌছে দিতে চাই।

০৩। আমাদের সকলের পরম শ্রদ্ধেয় পথ প্রদর্শক শিক্ষক, ***অধ্যাপক রেহমান সোবহান*** "Challenging Bangladesh's Crisis of Governance: An Agenda for a Just Society" ("বাংলাদেশে শাসন ব্যবস্থার সংকট-এর চ্যালেঞ্জ: একটি ন্যায়-ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার এজেন্ডা") শীর্ষক গভীর মর্মস্পর্শী ও চিন্তা উদ্রেগকারী শাসন ব্যবস্থার গুরুতর সংকট ও সম্ভাব্য উত্তরণ পথ সংক্রান্ত ***সম্মেলন অভিভাষণ*** প্রদান করে সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য "একবিংশ শতকে বাংলাদেশ: রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত" বিষয়কে শক্ত পায়ে দাঁড় করালেন। স্যার, দেশের সামগ্রিক রাজনীতি, অর্থনীতি, উন্নয়ন ও উন্নয়ন দর্শন নিয়ে আমরা সবাই কম বেশী হতাশ। এবং এ হতাশা ক্রমবর্ধমান। তবে হতাশাগ্রস্ত- নিরাশ মানুষ মাত্রই মৃতপ্রায়। এরই মাঝে আপনি আজকের সম্মেলন অভিভাষণে আপনার যুক্তিবাদী-মানবকল্যাণকামী বক্তব্য দিয়ে গভীর নিরাশার মাঝে আলাকবর্তিকার কাজ করেছেন– আশা যুগিয়েছেন; গভীর এক অন্ধকার থেকে আলোর দিকে উত্তরণের পথ নির্দেশনা দিয়েছেন। আপনাকে ধন্যবাদ।

স্যার, আজকের সম্মেলন অভিভাষণে এদেশে চলমান আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যে গভীর সংকট দেখা দিয়েছে আপনি তার প্রকৃতি উদঘাটন করেছেন। অর্থনৈতিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে আপনি রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তার যুক্তি দেখিয়েছেন। সেই সাথে বিশ্বায়নের আওতায় করণীয় বিষয় এবং উন্নয়ন নীতি-কৌশল নির্ণয়ে দেশজ চিন্তার প্রাধান্য; দুই-অর্থনীতি আর দুই-সমাজে বিভক্ত আজকের বাংলাদেশে মানব উন্নয়নের গণতন্ত্রায়ণ চাহিদা; দু:স্থ-বঞ্চিত মানুষের জীবন উন্নয়নে আমাদের করণীয়; বহি:জগতের সাথে সম্পর্ক নির্ধারণ– পুনঃনির্ধারণ; নিজের সম্পদ দিয়েই দেশের উন্নয়ন এবং সে ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজের ফলপ্রসূ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে একটি ন্যায়-ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রকৃত দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যের ভিত্তি শক্তিশালী করা– এসব নিয়ে আপনি যা বললেন তাতে আমরা নিশ্চিত যে আপনি ৬০-এর দশকের মতো চল্লিশ বছর পরে আবারো একবার অর্থনীতি শাস্ত্রের খাঁটি মানুষ হিসেবে দেশ-পরিচালনের সঠিক পথ-পদ্ধতি নির্দেশ করে হতাশা-মুক্তির পথ দেখালেন। আপনার আজকের বক্তব্য-বিষয়টি আমাদের রাজনৈতিক-অর্থনীতি শাস্ত্রে এক সৃজনশীল সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হবে। ***"মানব উন্নয়ন দর্শনের গণতন্ত্রায়নে নাগরিক সমাজের ভূমিকার মাধ্যমে ন্যায়-ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা"***– দেশের গভীর এক ক্রান্তিলগ্নে আপনার আবিষ্কৃত এ পথ নির্দেশনার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আপনার আজকের অভিভাষণটি আমরা বাংলায় অনুবাদ করে সমিতির সকল সদস্যের মাধ্যমে দেশের মানুষের কাছে পৌছে দিতে চাই (স্যার, যদিও এ দায়িত্ব আমি আগেই নিয়েছিলাম– পালনে ব্যর্থ হয়েছি)। অধ্যাপক মুশাররফ হোসেন স্যার আপনার চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও আমরা কিন্তু আমাদের স্ব-স্বার্থেই চাই আপনাদের উভয়েরই দীর্ঘ, সুস্থ, পরমায়ু– কারণ আমরা পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হতে নারাজ।

০৪। ***ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ,*** সম্মেলন-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতি– আপনাকে ধন্যবাদ শুধুমাত্র "People's Freedoms and Development in Bangladesh: The Political Economy Perspectives" শীর্ষক একটি উচ্চমান প্রবন্ধ বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষায় রচনার জন্যই নয়; আপনি যেভাবে গত দু'বছর বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সুযোগ্য সভাপতি হিসেবে সমিতিকে জনকল্যাণকামী পথে চালিয়েছেন এবং এবারের সম্মেলন সার্থক করতে অক্লান্ত কষ্ট-ক্লেশ করেছেন– সে জন্যও।

০৫। আজকের এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরে আগামী তিনদিন তিনটি ***বিশেষ সেশন***-এ মূল প্রবন্ধ পাঠ করতে সম্মত হয়েছেন– জনাব ***এম সাইফুর রহমান*** (মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী), জনাব ***শাহ এএমএস কিবরিয়া*** (প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী), এবং ***অধ্যাপক মোঃ আনিসুর রহমান–*** সমিতির পক্ষ থেকে আপনাদের আগাম ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ***অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ*** ও ***অধ্যাপক আশরাফউদ্দিন চৌধুরী স্যারকে–*** এ জন্য যে 'এদেশে অর্থনীতিশাস্ত্র শিক্ষার অবস্থা' সম্পর্কে সমিতি কর্তৃক গঠিত স্বাধীন কমিশনের রিপোর্ট প্রণয়নে তাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল একটি প্যানেল সেশনে উপস্থাপন করবেন। অনেক ব্যস্ততার মাঝেও বিভিন্ন কর্ম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে সম্মতি দিয়েছেন– এজন্য আমরা যাদের আগাম ধন্যবাদ জানাতে চাই তাদের মধ্যে আছেন ***ড. কাজী শাহাবুদ্দিন, ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, অধ্যাপক সনৎ কুমার সাহা, অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ, অধ্যাপক কে মুস্তাহিদুর রহমান*** এবং ***অধ্যাপক মইনুল ইসলাম***। সেই সাথে অগ্রিম ধন্যবাদ আগামী পরশু দিনের 'দারিদ্র' বিষয়ক বিশেষ অধিবেশনে নির্ধারিত আলোচক ***ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ*** ও ***ড. হোসেন জিল-ুর রহমানকে***।

০৬। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ইতিহাসে এবারের দ্বিবার্ষিক সম্মেলন কয়েকটি বিষয়ে রেকর্ড করতে যাচ্ছে। যার মধ্যে অন্যতম হ'ল কর্ম অধিবেশনে পঠিতব্য প্রবন্ধের সংখ্যা। তিনটি বিশেষ অধিবেশন ও প্যানেলসহ মোট ৮টি কর্ম অধিবেশনে এবার মোট ৬৪টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হবে, রচয়িতার সংখ্যা ৭৮ জন (প্যানেল বাদে)। সম্মেলনকে প্রাণবন্ত করতে এসব প্রবন্ধ যথেষ্ট মাত্রায় ভূমিকা রাখবে আশা করি। প্রবন্ধ রচনা প্রক্রিয়ায় আপনারা জ্ঞানার্জনে যে ক্লান্তি স্বীকার করেছেন সে জন্য আমরা আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। অভিনন্দন সকল প্রবন্ধ রচয়িতাকে।

০৭। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতিকে আজকের অবস্থায় আনতে স্বাধীনতাত্তোর কালে অবদান রেখেছেন অনেকেই। আমরা তাদের সু-কীর্তির স্বীকৃতি দিতে চাই। এ লক্ষ্যে আমাদের ক্ষুদ্র সাধ্যের মধ্যে থেকে স্বাধীনতাত্তোর কালে বিভিন্ন সময়ে সমিতির সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে যারা অবদান রেখেছেন তাদের সবাইকে আমরা আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ আজ 'সম্মাননা ক্রেস্ট' প্রদান করলাম। অনেকেই প্রয়াত; কেউ কেউ স্থায়ীভাবে বিদেশে অবস্থান করছেন; অনেকেই আপাততঃ দেশে নেই– সবাইকে আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। তাদের পক্ষ থেকে আজ যারা এখানে এসেছেন আপনাদের সবার প্রতি আমরা সবিশেষ কৃতজ্ঞ। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

০৮। সম্মেলনের বিভিন্ন কার্যক্রমে আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য যাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি তাদের মধ্যে আছে বাংলাদেশ ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, প্রিমিয়ার ব্যাংক, প্রাইম

ব্যাংক লিঃ, এইচএসবিসি, স্ট্যান্ডার্ড চাটার্ড ব্যাংক লিঃ, মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ, ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিঃ, সিটি ব্যাংক এন এ, গ্রামীণ ফোন, মানব উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মানব শক্তি উন্নয়ন কেন্দ্র, সনো ডায়াগনোষ্টিক সেন্টার, কাশেম-নাহার শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট ।

০৯। আজকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানসহ তিনদিনব্যাপী দ্বিবার্ষিক সম্মেলন আয়োজনে সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির বিভিন্ন কমিটি-উপকমিটির সকল সদস্য এবং সমিতির সীমিত সংখ্যক কর্মচারী-কর্মকর্তা যারা নির্ঘুম পরিশ্রম করেছেন– সবাইকে ধন্যবাদ । ঢাকা, জাহাঙ্গিরনগর, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা সম্মেলন সার্থক করার জন্য আজকের বাজার অন্ধত্বের যুগেও যে দিন-রাত স্বেচ্ছাশ্রম দিয়েছেন– সেজন্য সবাইকে সমিতির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ।

১০। সুবিশাল এই সম্মেলন-এর সকল প্রস্তুতিতে সফল নেতৃত্ব দিয়ে সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক ***এমএ সাত্তার মন্ডলসহ*** প্রস্তুতি কমিটির সবাই সমিতিকে তাদের কাছে ঋণী করেছেন । সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ ।

১১। এবারের দ্বিবার্ষিক সম্মেলন সার্থক করার জন্য গঠিত বিভিন্ন উপ-কমিটির সদস্য-সদস্যাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ।

১২। এই মিলনায়তনে অনুপস্থিত অথচ সম্মেলন কর্মকাণ্ড সুন্দর ও সার্থক করা যাদের অবদান ছাড়া অসম্ভব সেই দরিদ্র রাত-জাগা মুদ্রণ-কর্মী, ভোর বেলার ভ্যান চালক, হোটেলের বাবুর্চি, বাইরের খাদ্য পরিবেশক— সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ (যদিও তারা এ ধন্যবাদের কথা জানবে না, জানলেও খুব লাভ হবে কি'না-জানিনা) ।

১৩। সবশেষে, ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স-এর কতৃপক্ষকে বিশেষ করে ইনস্টিটিউট-এর সভাপতি অধ্যাপক আনোয়ারুল আজিম, প্রাক্তন সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার জনাব কামরুল ইসলাম সিদ্দিকি, সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক জনাব এ এম এইচ আখতার হোসেন, এবং সহকারী কেয়ার টেকার- হাসমত আলীসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে সম্মেলনটি এ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হবার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ ও সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ।

সম্মানিত সুধীমণ্ডলী,

আপনাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ । আজসহ আগামী তিনদিন বিভিন্ন কর্ম অধিবেশনে আমন্ত্রণ রইলো ।

আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন; দির্ঘায়ু হোক আপনাদের জীবন; মঙ্গল হোক আপনাদের সবার পরিবারের । ধন্যবাদ ।